جامعة ابن مسعود رضي الله عنه محمد بور داكا بنغلاديش

জামি'আ ইবনে মাসউদ রাযি.

সারপরস্তঃ শাইখুল হাদীস হযরতুল আল্লাম মুফতী মনসূরুল হক সাহেব দা.বা.

তারিখঃ.. : المؤرخة

আজীবন সদস্য ফরম

সদস্য নং:

নাম:

পেশা: ফোন: ইমেইল:

পিতা/স্বামী:

স্থায়ী ঠিকানা:

বর্তমান ঠিকানা:

দানের ধরন: মাসিক ☐ টাকার পরিমাণ: বাৎসরিক ☐ টাকার পরিমাণ:

এককালীন ☐ টাকার পরিমাণ:

মাধ্যমের নাম:

আমি জামি'আ ইবনে মাসউদ রাযি.- এর আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সাথে একমত পোষণ করে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ও সার্বিক উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে মহৎ ও দ্বীনী প্রতিষ্ঠানের একজন আজীবন সদস্য হওয়ার ইরাদা করছি। আল্লাহ তা'আলা এই উত্তম সদকায়ে জারিয়াকে আমার ও আমার পরিবারের ইহকালের হিদায়াত ও পরকালে নাজাতের ওয়াসীলা হিসেবে কবুল করুন। আমীন।

নিবেদকের স্বাক্ষর

তারিখঃ

বাড়ী#১২, রোড#০২, ব্লক#ডি বসিলা গার্ডেন সিটি, মোহাম্মদপুর ঢাকা-১২০৭
০১৯১১ ৩৫৩ ২৮১ (মুহতামিম)
০১৩১১ ১৫৩ ৩৫৭ (অফিস)
০১৬৭১ ৬৫২ ৫৮৬
jamiaibnemasuod@gmail.com
www.jamiaibnemasuod.com

নিয়মাবলী

১. কমপক্ষে এক লক্ষ টাকা এককালীন অথবা এক বছরের মধ্যে কিস্তির মাধ্যমে পরিশোধ করলে প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হওয়া যায়।
২. আর প্রতি বছর তিন হাজার টাকা করে দিলে বা প্রতি মাসে কমপক্ষে পাঁচশ টাকা করে দিলে সাধারণ আজীবন সদস্য হওয়া যায়।
৩. সদস্য হতে চাইলে নির্ধারিত ফরম পূরণ করে জমা দিতে হয়।
৪. সদস্য হওয়ার পর জামি'আর দফতরে সংরক্ষিত বিশেষ রেজিস্টারে সদস্যের নাম তালিকাভূক্ত করে সদস্য নং ও প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বলিত সম্মাননা "সনদপত্র" দেয়া হয়।
৫. শুধুমাত্র সাধারণ দানের টাকা আজীবন সদস্য চাঁদা হিসাবে গ্রহণ করা হয়। যাকাত, ফিতরা, মান্নত ও কাফফারার টাকা এ ফান্ডে গ্রহণ করা হয় না। (লিল্লাহ ফান্ডে গ্রহণ করা হয়।)
৬. বৎসরে একবার সকল সদস্যকে দাওয়াত করে আপ্যায়ন করা হয় এবং বার্ষিক আয়-ব্যয়ের রিপোর্ট পেশ করত: জামি'আর কল্যানে তাদের মূল্যবান পরামর্শ ও সহযোগিতা কামনা করা হয়।
৭. বিশেষ কোন প্রয়োজন দেখা দিলে বছরের যে কোন সময় পরামর্শের জন্য আহ্বান করা হয়।

উপকারিতা

১. সদস্যদের কেউ রোগ-শোক, বিপদ-আপদে পতিত হলে এবং কোন মাধ্যমে সংবাদ পৌঁছালে ছাত্রদেরকে নিয়ে দু'আ ও খতমের ব্যবস্থা করা হয়।
২. কোন সদস্যের ইন্তিকাল হয়ে গেলে এবং সংবাদ দিলে সুন্নত তরিকায় তার গোসল ও কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা হয়।
৩. মাদরাসার যখনই কোন মাহফিল হয় তখন যারা হায়াতে আছেন তাদের সার্বিক কল্যানের দু'আ করা হয় আর যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করা হয়।
৪. সদস্য হওয়ার সুবাদে মাদরাসায় যাতায়াত করলে আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানীতে ইলম ও দ্বীনদারী বৃদ্ধি পাবে, পৃথিবীতে ফরযে কিফায়া পরিমান ইলম বাকী থাকবে এবং আল্লাহ তা'আলার সাথে মুহাব্বত বেড়ে যাবে।
৫. দ্বীনী কাজে সহযোগিতা করার কারণে বিপদে-আপদে পতিত হলে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য পাওয়া যাবে এবং আল্লাহ তা'আলা সর্বাবস্থায় দৃঢ়পদ রাখবেন। -(সূরা মুহাম্মদ: ৭)
৬. কুরআনের ব্যাপারে উদাসীন লোকদের ব্যাপারে কুরআনে করীমে এসেছে যে, নবী আ. তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবেন। (সূরা ফুরকান: ৩০) মাদরাসা কায়িমে সহযোগিতাকারীগণ এই অভিযোগ থেকে মুক্ত থাকবেন, ইনশা-আল্লাহ।
৭. সদাকায়ে জারিয়া হিসাবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত আমল নামায় সওয়াব পৌঁছতে থাকবে।
৮. প্রতি দিন বাদ আসর বিশেষ খতম পড়ে খায়ের ও বারাকাতের দু'আ করা হবে।
৯. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন: "তোমরা নেক লোকদের সাথে থাকো"। (সূরা তওবা: ১১৯) এই আয়াতের উপর আমল হবে এবং নেক লোকদের সাথী হয়ে মৃত্যুবরণ করার সুযোগ হবে।
১০. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন: "তোমরা নেকী ও তাকওয়ার কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো"। (সূরা মায়িদা: ২) এই আয়াতের উপর আমল হবে।

নিবেদক
মুফতী মুযাহিদুর রহমান
মুহতামীম
জামি'আ ইবনে মাসউদ রাযি.